

তাওহীদের ফজীলাত ও প্রয়োজনীতা

তাওহীদের ফজীলাতঃ তাওহীদ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন। অতএব ইবাদত কবুলের একমাত্র পথ ও শর্ত তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নেয়া। তাওহীদের ফজীলাত অপরিসীম। তাওহীদের মূল বাণী "লা – ইলাহা – ইল্লাল্লাহু-হ"। এর ফজীলতই মূলতঃ তাওহীদের ফজীলত। আর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার সবচেয়ে বড় ফজীলত জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি।

হাদীসে মহানবী মুহাম্মাদ সাঃ বলেনঃ

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ বা ইলাহ নেই) বলবে এবং এর উপরেই মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহুল বুখারী-৫৮২৭)

তিনি সাঃ আরো বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে "লা – ইলাহা – ইল্লাল্লাহু-হ" বলবে। (সহীহ বুখারি-৪২৫)

সুতরাং জান্নাত পাওয়া এবং জাহান্নাম হতে বাঁচার একমাত্র পথ হলো তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ।

তাওহীদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীতাঃ মানব জীবনে তাওহীদের প্রয়োজনীতা অপরিসীম। এজন্যে এর লক্ষ-উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতঃ মানব জীবনের সর্বস্তরে তাওহীদ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তাওহীদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীতা নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

❖ মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ বাস্তবায়ন করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন্ এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার মাধ্যমে তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য।" (সূরা যারিয়াত-৫৬)

❖ নাবী-রাসূল প্রেরনের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ বাস্তবায়ন করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আর আমি প্রত্যেক জাতির মাঝে এ মর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে (তাঁরা বলবে) তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর এবং ত্বাগূত (শির্ক কুফরী) থেকে বিরত থাকো।" (সূরা নাহল-৩৬)

- ❖ আসমানী কিতাব নাযিলের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাওহীদ বাস্তবায়ন করা।
আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

“আমি এ কিতাব তোমার উপর নাযিল করেছি যাতে তুমি মানব জাতীকে বের করে আনতে পার
অন্ধকার হতে আলোর দিকে।” (সূরা ইব্রাহীম-১)

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমানিত হয় যে পৃথিবীতে আমাদের সৃষ্টি, নাবী-রাসূলদের আগমন এবং আসমানী
কিতাব নাযিলের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। আর যে ব্যক্তি
তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। অতএব তাওহীদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।